দাওলাতুল ইসলামের অফিসিয়াল মুখপাত্র মুহাজির শায়খ আবু হামযাহ আল-কুরাইশি হাফিযাহুল্লাহর অডিও বয়ানের অনুলিপি

পরিবেশনায়ঃ
আল-ফুরক্বান মিডিয়া

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, আমরা তাঁর মহিমা বর্ণনা করছি, তাঁর সাহায্য কামনা করি এবং তাঁর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করছি। আমরা আমাদের নফসের মন্দ ও আমলের খারাবী থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই। তিনি যাকে পথপ্রদর্শন করেন তাদের কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারেনা আর যাকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন তার কোন পথপ্রদর্শনকারী নেই। আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, একমাত্র আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই, তিনি লা-শারীক। আমি এ সাক্ষ্যও দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসুল।

আল্লাহ তাঁয়ালা বলেনঃ

{তারা আল্লাহ তাঁয়ালার নূরকে তাদের মুখের ফুঁৎকারে নিভিয়ে দিতে চায়, অথচ আল্লাহ তাঁয়ালা তাঁর নূরকে পূর্ণতা দান করবেন, যদিও কাফিররা তা অপছন্দ করে। তিনিই সেই সত্তা যিনি তাঁর রাসুলকে হিদায়াত ও সত্য দ্বীন সহকারে প্রেরিত করেছেন, যাতে করে তাঁর দ্বীনকে অন্য সকল দ্বীনের উপর বিজয়ী করতে পারেন, যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে।}

এখানে আল্লাহ তায়ালা তাঁর দ্বীনকে কাফিররা নিভিয়ে দেয়ার ব্যাপারে তাদের চেষ্টা প্রচেষ্টা ব্যয় করার কথা উল্লেখ করেছেন।

তো কুফফাররা আল্লাহ তায়ালার নূরকে নির্বাপিত করতে চায় মুওয়াহহীদদের বিরুদ্ধে তাদের লাগাতার সামরিক ও মিডিয়া যুদ্ধের মিশন পরিচালনা করার

মাধ্যমে। এটা সমস্ত স্থানে একটি ব্যাপক যুদ্ধ। আর এসব কিছুই তারা করে তাদের মুখের ফুঁৎকারে আল্লাহ তায়ালার নূরকে নিভিয়ে দেয়ার জন্য, যখন আল্লাহ তায়ালার রহমতে সেই নূর পরিব্যাপ্ত এবং মুওয়াহহীদদের জন্য দিকনির্দেশিকা হয়ে আছে। এসব করার জন্য তারা তাদের মিডিয়া ও চ্যানেলসমূহ ব্যাবহার করে এবং তাগুত আলেম ও তাদের নিকৃষ্ট সমর্থকদের কাজে লাগায়, যাতে করে দাওলাতুল ইসলামকে মন্দ অপবাদ ও তোহমতে জর্জরিত করতে পারে, যাতে করে তারা দাওলাতুল ইসলামের বাস্তবতাকে বিকৃত করতে পারে এবং দ্বীন ও মিল্লাতকে রক্ষা করার জন্য দাওলাতুল ইসলাম আল্লাহর পথে যে জিহাদ করে তা বিকৃতরূপে উপস্থাপন করতে পারে আর তারা দাওলাতুল ইসলামের নেতৃবর্গ ও আমীরগণ এবং তাঁদের সৈন্যদেরকে কটুক্তি করে চলে, যাঁরা নিজেদের রক্ত আল্লাহ তায়ালার পথে সস্তায় বিলিয়ে দেয় এবং আল্লাহর কালিমা বুলন্দিত করার জন্য যাদের দেহ ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

এতকিছু করা সত্ত্বেও আল্লাহ তায়ালার নূর প্রজ্জ্বলিত হয়েই রয়েছে এবং আল্লাহর অনুগ্রহে তাঁর পথের জিহাদ এখনো জারী হয়েই রয়েছে।

অতঃপর, আমরা ক্রুসেডার আমেরিকা এবং আরব ও আযমে তাদের পোষা শাসকদেরকে বলবঃ

যখন দাওলাতুল ইসলামের যুদ্ধ ইরাকের ভূমিতে ফাল্লুজা, রামাদী, বাগদাদ এবং তার উত্তর ও দক্ষিণে, দায়ালা, সালাহুদ্দীন ও মসুলের মাঝে সীমাবদ্ধ ছিল তখন থেকেই তোমাদের দাওলাতুল ইসলামের যুদ্ধের ব্যাপারে অভিজ্ঞতা রয়েছে।

এরপরেও তোমরা একাধিকবার দাওলাতুল ইসলামকে শেষ করে দেয়ার ঘোষণা করেছিলে, আর যখনই তোমরা এ ঘোষণা করতে প্রতিবারই আল্লাহর অনুগ্রহে দাওলাতুল ইসলাম আরো শক্তিশালী হওয়ার মাধ্যমে এবং তার সৈনিকদের লাগাতার হামলার মাধ্যমে তোমরা অপদস্থ হতে।

ক্রুসেইডাররা ইরাকের ভুমিতে সমবেত হতে লাগল এবং আমেরিকার তাগুত বুশ তার বিমানে চড়ে এসে মিশন বাস্তবায়নের ঘোষণা করে এবং তার অনুসারীদেকে স্বানন্দে সে মিশন সম্পন্ন করার প্রতিশ্রুতি দেয়।

সেই যুদ্ধে ধারণাসূলভ তার সিদ্ধান্ত ছিল যে, তার সৈন্যরা অল্প কয়েক মাসের মধ্যেই আপন ভূমিতে ফিরে আসবে। কিন্তু হতাশাগ্রস্থ বোঁকা এটা বুঝে উঠতে পারেনি যে, সেই মিশনটি ছিল তার সৈনিকদের জন্য অত্যন্ত কঠিন একটি ব্যাপার, তারা তা কেটে বেরোতে পারবে না।

অতঃপর তার সামরিক বাহিনীর ঘাটিগুলোতে ইশতিশহাদীদের লাগাতার হামলা ও বিস্ফোরণের ফুলকি তাকে তার মাতালতা থেকে জাগিয়ে তুলে এবং মুজাহিদগণ লাগাতার আইইডি বিস্ফোরণের মাধ্যমে তার সামরিক গাড়িবহরগুলোর উপর ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে সেগুলোকে তুচ্ছ খড়কুটোয় রুপান্তরিত করে দিলেন এবং তাঁরা তার সৈনিকদের লাশের স্তুপ বানালেন আর আমেরিকার বিভিন্ন প্রদেশে নিয়মিত মার্কিন সৈন্যদের লাশের কফিন আসতে থাকল।

অবশেষে আমেরিকার অর্থনৈতিক খাতে প্রকট আকারে ধ্বস নেমে এল। অবস্থা শেষে এমন হল যে, পরাজয় বরণ করে হলেও দাওলাতুল ইসলামের

বিরূদ্ধে যুদ্ধ শেষ না করেই ইরাকের ভূমি থেকে তারা বের হয়ে ফিরে যেতে চাচ্ছিলো।

অতঃপর ইশতিশহাদীদের আমীর, শায়খ আবু মুসআব যারকাওয়ী (তাকাব্বালাহুল্লাহ) ও তাঁর ভাইগণের জীবনের একটি পর্যায় আসল। তাঁরা প্রতিদিন টানা হামলা চালিয়ে আমেরিকা ও তার মুরতাদ গোলামদের জন্য এক মহা দুর্যোগ বয়ে আনলেন। মুশরিকদের বিরুদ্ধেও তাঁরা সমবেতভাবে ক্বিতাল শুরু করে দিলেন, যাতে করে জমিন থেকে ফিতনা দূরীভূত হয়ে যায় এবং দ্বীন পুরোপুরিভাবেই আল্লাহর জন্য নির্ধারিত হয়।

আর ক্বিতাল কিছু ভূমি অথবা জাতীয়তার জন্য কিংবা গাইরুল্লাহর আইন বাস্তবায়নের জন্য থাকল না। বরং তাঁরা ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত সকল খ্রিষ্টান, মুশরিক রাফেজী ও আহলুস সুন্নাহর মিথ্যা দাবিদার সকল দলের সাথে সমানভাবে সংঘাত শুরু করে দিলেন, আল্লাহ তাঁয়ালার এই আদেশ বাস্তবায়নের লক্ষ্যেঃ

{আর তোমরা মুশরিকদের বিরুদ্ধে সমবেতভাবে ক্বিতাল করো, যেমনিভাবে তারা তোমাদের বিরুদ্ধে একজোট হয়ে লড়াই করে।}

তখনকার সময়ে অধিকাংশরা ক্বিতালকে শুধু ক্রুসেইডারদের বিরুদ্ধেই সীমাবদ্ধ করে রেখেছিল। আর রিদ্দার শাসকরা তাদের বাহিনী ও প্রশাসনের মাধ্যমে যমিনে ফ্যাসাদ করেই যাচ্ছিলো আর মানুষেরাও গাইরুল্লাহর বিধানেই শাসন করত।

অতঃপর, এভাবেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা তাঁর মুজাহিদ বান্দাদেরকে খুব অল্প সময়ের মাঝেই উহা বাস্তবায়ন করার এবং মানুষদেরকে এ বিষয়টি বুঝানোর তাওফিক দান করেন, কেননা তাঁরা শুধু মুখের বুলির মাঝেই ক্ষান্ত না থেকে সেটিকে বাস্তবে পরিনত করে দেখিয়েছেন। ক্বিতাল বরং তাদের বিরুদ্ধেও ছিলো, যারা আল্লাহর শরয়ী বিধান বাস্তবায়ন করা থেকে বিরত ছিল। অনুগ্রহ আল্লাহ তাঁয়ালারই, শুরুতে এবং শেষে।

শায়খ যারক্বাওয়ীর জীবনের সেই পর্যায়টি ছিলো জিহাদের ফরজিয়্যাতকে উজ্জীবিত করা এবং সূদৃঢ় মানহাজের পথপ্রদর্শন করা। তিনি মুজাহিদদেরকে এ বিষয়ে তরবিয়াহ করতেন এবং চেষ্টা করতেন যেন একটি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়, যে রাষ্ট্র আল্লাহর অনুমতিক্রমে বাইতুল মাক্বদিসের দিকে অগ্রসর হবে। যেমনটি তিনি তাঁর একটি বয়ানের মধ্যে বলেনঃ [আমরা ক্বিতাল করছি ইরাকে, কিন্তু আমাদের চোখ বাইতুল মাক্বদিসের দিকে নিবদ্ধ।]

অতঃপর আল্লাহ তাঁয়ালা তাঁর বান্দাদেরকে "মাজলিসে শু'রা আল মুজাহিদীন" সংগঠিত করার মাধ্যমে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রথম পদক্ষেপকে সহজ করে দিলেন।

অতঃপর ক্রুসেইডার ও মুরতাদরা মুজাহিদদের মাধ্যেমে ভালমতো নাজেহাল হওয়ার কিছুকাল পরে ইরাকে মুজাহিদদের আমীর, শায়খ যারক্বাওয়ীর (তাকাব্বালাহুল্লাহ) মৃত্যুসংবাদ ঘোষণা করে আনন্দ উদযাপনে মেতে উঠছিলো।

বিষয়টিকে তারা এমনভাবে সাজিয়ে উপস্থাপন করছিল, যেন জিহাদ বিলুপ্ত হয়ে গেছে এবং মুজাহিদদের ঐক্যের আহ্বানে ফাটল সৃষ্টি হয়েছে আর ক্রুসেইডারদের জন্য তাদের বিগত কয়েক বছরের ক্ষতিপূরণের একটি মহাসুযোগ এসে গেছে। কিন্তু আল্লাহ তাঁয়ালা তাদের দাবিকে মিথ্যে প্রমান করলেন এবং তাদের অপপ্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিলেন।

অতঃপর মুওয়াহহীদগণ তাঁদের জিহাদকে পূর্ণতায় রূপ দেয়ার জন্য এবং তাঁদের সারিকে আরো মজবুত করার লক্ষ্যে এবং মুরতাদদের বিরুদ্ধে তাঁদের অপারেশন চলমান রাখতে শায়খ যারক্বাওয়ী (তাকাব্বালাহুল্লাহ)-এর ওসীয়ত অনুযায়ী শায়খ ও মুজাহিদ আবু হামযাহকে (তাকাব্বালাহুল্লাহ) আমীর হিসবে ঘোষণা করেন।

অতঃপর "হিলফুল মুতায়্যিবীন" -এর ঘোষণা করা হয় আর মুজাহিদগণ আল্লাহর অনুগ্রহে একটি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার জন্য সুন্দর একটি পরিবেশ পেয়ে যান। যে রাষ্ট্র যমীনে আল্লাহর শরীয়াহর বিধান বাস্তবায়ান করবে যখন আল্লাহ তাঁয়ালা তাদেরকে তামকীন দান করবেন।

যে ইসালামী রাষ্ট্র ঐসকল লোকদের মুখোশ উন্মোচন করে দিবে, যারা এই পরিকল্পনা করে জিহাদের পথে ওঁৎ পেতে বসে আছে যে, তারা নিজেদের শাষিত বহুজাতিক এক রাষ্ট্র গঠন করবে, যা ধর্মনিরোপেক্ষ বিধানে শাসিত মুরতাদ কুর্দিদের কুর্দিস্তান রাষ্ট্রের অনুরূপ হবে।

তা এমন রাষ্ট্র হবে যা সাহাওয়াতদের চেহারা ফাঁস করে দিবে, যারা উপসাগরীয় রিদ্দাহর শায়খদের ফতওয়ায় পরিচালিত রাষ্ট্রগুলো থেকে সাহায্য পেয়ে থাকে এবং তাদের সাথে মিত্রতা করে।

অনুরূপভাবে মুখোশ খুলে দিবে ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারী মুরতাদ গণতান্ত্রিক ব্রাদারহুডের, যাদের মূলে রয়েছে 'ইসলামী লীগ'।

এসবকিছুই এমন সময়ে ঘটে চলেছিল, যখন আমেরিকার পরাজয়ের নিদর্শনসমুহ ও আলামত সুস্পষ্টভাবেই সকলের সামনে প্রতিভাত হচ্ছিল এবং যেকোনো উপায়েই ইরাকের নরক থেকে তারা পালিয়ে বাঁচার প্রস্তুতি নিচ্ছিলো।

ঠিক তখনই শায়খ ও মুজাহিদ, আবু উমর আল হুসাইনী আল কুরাইশী আল বাগদাদীকে আমীর নির্ধারণ করে "দাওলাতুল ইরাক আল ইসলামিয়্যাহ/ ইরাকের ইসলামিক স্টেইট ঘোষিত হয়।

তখন দাওলাতুল ইসলাম সক্রিয়ভাবে ভূমিতে বিদ্যমান ছিলো। দিন দিন তাঁরা বিস্তৃতি লাভ করছিল এবং বিভিন্ন অঞ্চলে আল্লাহর দ্বীন কায়েম করার জন্য শক্তি সঞ্চয় করে যাচ্ছিল আর তাঁদের দৃষ্টি বাইতুল মাক্বদিসের দিকেই নিবদ্ধ থাকল এবং ধীরে ধীরে সেদিকেই তাঁরা এগুতে থাকলেন।

অতঃপর আল্লাহ তাঁয়ালার অনুগ্রহে মুওয়াহহীগণ আবারো একের পর এক নিয়মিত হামলা শুরু করে দিলেন। এবারো ক্রুসেইডারদের সামরিক গাড়িগুলোর ধ্বংসাবশেষ এবং তাদের সৈনিকদের লাশগুলো রাস্তা ও ব্রিজগুলোতে পড়ে থাকতে দেখা গেল।

অবশেষে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা তাঁর মুওয়াহহীদ বান্দাদেরকে ইরাকের সুবিস্তৃত ভূমিতে নিয়ন্ত্রণ লাভ করার তাওফিক দান করেন। ফলে তাঁরা শাসনকার্য পরিচালনা শুরু করে দিলেন এবং যমীনে পরিভ্রমণ করতে লাগলেন।

এদিকে শত্রুরা তাদের সুরক্ষিত ঘাটিগুলোর মাঝে থেকে দুর্দশাগ্রস্থ হয়ে দিন কাটাতে লাগল। ভুমিতে চলাচল করা তাদের জন্য ভীতিকর এক অবস্থা ধারণ করল।

সাথে সাথে আল্লাহ সুবাহানাহু ওয়াতাঁয়ালা তাঁর মুওয়াহহীদ বান্দাদেরকে শিরকী গণতান্ত্রের হুকুম পরিপূর্ণ স্পষ্টরূপে বর্ণনা করার এবং নির্বাচনকেন্দ্র ও ভোটদাতার অবস্থা বর্ণনা করার তাওফীক দান করেন। এভাবেই আল্লাহর প্রশংসায় ওয়ালা ও বারা'র বাস্তব প্রয়োগ হয়।

বিশেষ করে তাঁরা ইসলাম ও কুফরের যুদ্ধে কাফেরদের সারিতে থেকে নিজেদেরকে যারা মুসলিম দাবি করে তাদের হুকুম বর্ণনা করেন এবং তাগুতের সাথে ওয়ালা করে এমন সকল কাফের বাহিনী, গোয়েন্দা বিভাগ ও পুলিশ বিভাগে কর্মরত সকলের অবস্থান এবং তাদের মূল ক্রুসেইডারদের বিষয়ও স্পষ্ট করে দেন।

একইভাবে সাহাওয়াত গ্রুপগুলোর সদস্যদেরকে মুজাহিদগণ তাকফির করেন এবং তাদের হুকুম বর্ণনা করেন এবং তাদের সাথে ক্বিতাল করতে থাকেন,

যতক্ষণ না তারা মহান আল্লাহর প্রতি কুফর করা থেকে তাওবা করে ফিরে আসে।

আর মুওয়াহহীদদের এসবকিছুতে আহলে বাতিলরা বিরক্ত হয়ে পড়ল এবং তাঁদের ওপর খারেজী, চরমপন্থী এরকম বিভিন্ন অপবাদ আরোপ করতে লাগল। ওদিকে তারা তাদের জিহাদকে শুধুমাত্র ক্রুসেইডারদের বিরূদ্ধেই সীমাবদ্ধ রাখত।

অতঃপর তারা রাফেজী এবং আহলুস সুন্নাহ দাবীদার মুরতাদদের বিরুদ্ধে যারা কিতালবিমুখ তাদের উত্তম উপাধিতে ভূষিত করতে লাগল, অথচ উত্তমতার ধারে কাছেও তারা ছিলোনা। এর কারন একটাই, মুওয়াহহীদদেরকে বাধা দেয়া ও অপাংক্তেয় করে রাখা। আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করুন, তারা কেমন গোমরাহির মাঝে ছুটে চলছে!!

এ পর্যায়ে ক্রুসেইডার ও তাদের মুরতাদ সাঙ্গপাঙ্গোদের জন্য যেকোনো উপায়েই হোক দাওলাতুল ইসলামের নেতাদেরকে হত্যা করে সৈনিকদেরকে ভূমি ছাড়া করে তাদেরকে নিঃশেষ করে দেয়া ছাড়া আর কোন উপায় রইল না। ফলে তারা মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার ব্যয় করে সাহাওয়াত নামক এক বিদ্রোহী জাগরণ মিশন ছড়িয়ে দিল এবং ইরাকের ভূমি ধরে রাখার জন্য আফগানিস্তান থেকে হাজার হাজার সেনা স্থানান্তরিত করল আর তাদের তাগুত মিত্রদের অধীনস্থ গোয়েন্দা বিভাগের সাহায্যে ঐসকল গ্রুপগুলোকে আকৃষ্ট করল, যারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে মুশরিকদের জয়জয়কার অবস্থাতে আনন্দিত ছিল।

সাহাওয়াত মিশনটি ছিল দাওলাতুল ইসলামের সৈনিকদের জন্য কঠিন একটি পরিক্ষা। কারণ তারা বহুসংখ্যক মুজাহিদদেরকে গ্রেফতার করেছিল। তাদের মধ্যে যারা নিরাপদে ছিলেন তারা সেখান থেকে সরে গিয়ে মরুভূমিতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হলেন। অবশেষে অবস্থা এমন হল যে, শত্রুরা শায়খ আমীরুল মু'মিনীন আবু উমর আল হুসাইনীকে এবং তাঁর যুদ্ধমন্ত্রী শায়খ আবু হামযাহ আল মুহাজিরকে (তাকাব্বালাহুমাল্লাহ) নিহত করে দিল।

এবারো ক্রুসেইডার ও মুরতাদরা দাওলাতুল ইসলামকে খতম করে দেয়ার অলীক ধ্যান-ধারনায় মগ্ন থেকে উল্লাস উদযাপন করল।

কিন্তু এবারের উদযাপনটা দীর্ঘ হলো না। অতঃপর বীর আমীর, প্রাচীর চূর্ণবিচূর্ণকারী নেতা, আমীরুল মু'মিনীন শায়খ আবু বকর আল হুসাইনী আল কুরাইশী আল বাগদাদীকে (তাকাব্বালাহুল্লাহ) দাওলাতুল ইসলাম আমীর নির্ধারণের ঘোষণা করে তাদেরকে হতচকিয়ে দিলো। যেহেতু আল্লাহর অনুগ্রহে তিনি এসে ইরাকের ভূমিতে হামলার পরিমাণ আরো কয়েকগুণ বৃদ্ধি করেন। যার ফলে ক্রুসেইডার, মুরতাদ রাফেজী ও সাহাওয়াতদের ব্যাপক ক্ষতিসাধন হয়।

অবশেষে ক্রুসেইডাররা ইরাক থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করার মাধ্যমে ইরাকের ভূমিতে মুওয়াহহীদদেরকে পরাস্ত করার আশা-প্রত্যাশা ও দুঃস্বপ্ন প্রকাশ্যে ব্যর্থতার ঘোষণা করে। ইরাকের ভূমিতে তাদের রাষ্ট্রীয়, সেনাবাহিনী এবং অর্থনৈতিক যে ধ্বস নেমে এসেছে তা সেখান থেকে তাদেরকে লেজ গুটিয়ে পালাতে বাধ্য করে।

অতঃপর আল্লাহ তাঁয়ালা দাওলাতুল ইসলামকে কিছু মহৎ কাজের তাওফিক দিলেন, তা হলো:

-তাঁরা ইরাকে বন্দী মুসলিমদেরকে কারামুক্ত করেন

-এবং শামে দুর্বল মুসলিমদের সাহায্যে এগিয়ে আসেন

-এবং সেখানে জিহাদের ভূমি প্রতিষ্ঠিত করেন।

অতঃপর "ইরাক ও শামব্যাপী দাওলাতুল ইসলাম/ইসলামিক স্টেইট" ঘোষণা করা হয় এবং মুরতাদদের বিরুদ্ধে ক্বিতালের ফ্রন্টলাইন আরো ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করে আর বাইতুল মাক্বদিসের দিকে অগ্রযাত্রায় তাঁরা আরেকটি পদক্ষেপে উপনীত হলেন।

এরপরে আল্লাহ তাঁয়ালা মুওয়াহহীদ বান্দাদের প্রতি অনুগ্রহ করেন জিহাদের গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যে বড় বড় আশাগুলি বাস্তবায়নের মাধ্যমে।

এদিকে ক্রুসেইডাররা দাওলাতুল ইসলামের শান ও শক্তিকে ছোট চোখে দেখার মাধ্যমে অস্বীকার করেই যাচ্ছিলো। নতুন করে জমিনে মুজাহিদদের নিয়ন্ত্রণ লাভ করাকে তারা অসম্ভব ভাবতো এবং শামে সাহাওয়াতদেরকে লেলিয়ে দেয়ার মাধ্যমে তারা নিজেদেরকে প্রবোধ দিত যে, দাওলাতুল ইসলাম বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে।

শামে সাহাওয়াতদের সাথে মিলে তারা উত্তর পশ্চিম শামের কিছু অঞ্চল থেকে মুজাহিদদেরকে বের করে দেয়। কিন্তু তারা এটা বুঝতে পারেনি যে, পরিস্থিতি যেমন চলতেছিলো তা আল্লাহ তাঁয়ালার একটি কৌশল মাত্র।

এদিকে মুজাহিদগণ পূর্বাঞ্চলের হালব, হিমস এবং অন্যান্য স্থানগুলো থেকে ডলারলোভী সাহাওয়াতদেরকে বের করে দেয়ার মাধ্যমে পবিত্র করেন। অতঃপর সে স্থানগুলোতে তামকীন লাভ করে আল্লাহর দ্বীন ও শারীয়াহ কায়েম করেন।

অবশেষে দাওলাতুল ইসলামের শক্তি ক্ষমতা এমন একটি পর্যায় আসল যে, কারো তা অস্বীকার করার কোনোই সুযোগ ছিলনা।

অতঃপর আল্লাহ তাঁয়ালা কাফেরদের জন্য মহা দূর্যোগ বয়ে আনলেন। মুওয়াহহীদরা ইরাক ও শামে বিজয় লাভ করে সাইক্স-পিকো বর্ডার চূর্ণবিচূর্ণ করে দেন এবং শায়খ মুজাহিদ আবু বকর আল হুসাইনী আল কুরাইশী আল বাগদাদীকে (তাকাব্বালাহুল্লাহ) খলিফা নির্ধারণ করে খিলাফার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন।

মুসলিমদের আল জামা'আহ বাস্তবরূপ লাভ করে। আহলুল ইসলামদের জন্য দারুল ইসলাম হিজরতের ভূমিতে পরিনত হয়।

আর মিল্লাতে ইবরাহীমের (আলাইহিস সালাম) অনুসারীগণ সময়ের সবচে' মারাত্মক ফিতনা গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাকে চুরমার করে দিতে ভুলে যাননি। তাই তাঁরা সেসকল লোকদের হুকুম স্পষ্ট করতে থাকেন, যারা

গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতি বিশ্বাসগতভাবে অথবা কথার দ্বারা কিংবা কাজের মাধ্যমে ঈমান রাখে কেননা তা হচ্ছে কুফরী ধর্ম।

অতএব যে আকিদার মাধ্যমে অথবা কথার দ্বারা কিংবা কাজের মাধ্যমে এগুলিকে বিশ্বাস করে, সে মহান আল্লাহর প্রতি অবিশ্বাসী কাফির আর এ ব্যাপারে কোন ছাড় নেই।

প্রথমে তাঁরা লোকদেরকে এসকল মানবরচিত কুফরী সংবিধানগুলোতে ভোট প্রদান করা এবং এতে কোনোরকম অংশগ্রহণ করা থেকে সতর্ক করেন। পরে ক্রমানুসারে নিজেদের কথার সাথে কাজের মিল রেখে তাঁরা পৌত্তলিকদের উপাসনালয়ের ভূমিকা পালনকারী সেসব নির্বাচন অফিস ও ভোটকেন্দ্রগুলোকে লক্ষ্যবস্তু বানান। এক্ষেত্রে শুরুতে দীর্ঘ কয়েক বছর যাবৎ তাঁরা দাওয়াহ ও বয়ানের মাধ্যমে সুস্পষ্ট করেছেন। অতঃপর তরবারী ও বর্শার কাজ শুরু করেছেন।

তখনকার সময়ে ইসলামের দাবীদার মুরতাদরা গণতন্ত্রকে বৈধতা দিতে থাকে এবং বক্র অন্তরের অধিকারী পথভ্রষ্ট ও বাতিলরা গণতন্ত্রের তাগুত ও তাদের মুশরিক অনুসারীদেরকে মুসলিম প্রমান করতে উঠেপড়ে লাগে। তারা মুওহহিদদের সাথে যুদ্ধ করে এবং দাওলাতুল ইসলামকে মিটিয়ে দিতে চায়।

অতঃপর ইবলিসের পুজারী ও সাঙ্গপাঙ্গরা তাদের চাক্রান্তকে প্রতিফলিত করতে ক্রুসেইডারদের সাথে জোট করা ছাড়া আর কোন উপায়ই দেখতে পেল না। অতঃপর দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে তারা পেরে উঠতে সক্ষম না হয়ে ইরাক ও শামের সাধারণ মুসলিমদের উপর তাদের ক্ষোভ-আক্রোশ

ঢেলে দিল। তাদের শহরগুলোকে চুরমার করে দিল। তাদের হাজার হাজারকে রক্তাক্ত করল। এমনকি তারা রামাদী, মসুল, সীরত, বাগুজ এসব অঞ্চলগুলোতে হামলা করে দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে দীর্ঘ উল্লাস না করতে পেরে হলেও বিজয় লাভ করার ঘোষণা করে, অথচ তাদের এ দাবি যে কতটা মিথ্যাপূর্ণ, সেটা তারা বিগত দিনের ভয়ানক অভিজ্ঞতা থেকে অন্তরে অন্তরে ঠিক ভালভাবেই বুঝত।

কেনইবা তারা সেটা বুঝবে না, অথচ দাওলাতুল ইসলামের সৈনিকরা বিভিন্ন ভূমিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে এবং এখনো কিছু অঞ্চলে তাদের তামকীন রয়েছে। আল্লাহর অনুগ্রহে দিন দিন তাঁরা বৃদ্ধি পেয়েই চলছিল আর কুফফার ও মুরতাদদেরকে লক্ষ্যবস্তু বানাতে তাঁরা এক মুহূর্তও থেমে ছিল না।

তাদের এ ঘোষণার কিছুকাল পরেই আমীরুল মু'মিনীন, খলীফাতুল মুসলিমীন শায়খ আবু বকর আল বাগদাদী আল হুসাইনী আল কুরাইশী (তাকাব্বালাহুল্লাহ)-এর মৃত্যুসংবাদ আসে।

অতঃপর আবারো কাফের, মুরতাদ ও মুনাফিকরা দাওলাতুল ইসলামকে বাস্তবেই ধ্বংস হয়ে যাওয়ার ধারণা করে বসেছিলো। কিন্তু এবারে ঠিক তখনই ক্রুসেইডাররা দাওলাতুল ইসলামের ব্যাপারে তাদের দীর্ঘ অভিজ্ঞতার আলোকে ঘোষণা করে দিল যে, নাহ! তারা বিলুপ্ত হয়ে গেছে, বিষয়টা ঠিক এমন নয়।

বিষয়টি তাদের ইয়াক্বীনে এসে গেছে যে, বাক্বিয়াহ শব্দটি নিছক কোন শ্লোগান নয়, যা ব্যবহার করে তাঁরা কাফের শত্রুদের বিরুদ্ধে

মুওয়াহহীদদেরকে উস্কে দেয়। বরং খিলাফার সৈনিকদের নিকট তা হচ্ছে সুপ্রতিষ্ঠিত এক মানহাজের ব্যাখা, যা তাঁদেরকে তাঁদের পূর্ববর্তী ভাইগণের রেখে যাওয়া নিয়ামতকে সংরক্ষণ করতে উদ্বুদ্ধ করে এবং তাঁরা যে জিহাদের জাগরণ সৃষ্টি করে গেছেন, তা পূর্ণতায় রূপ দেয়ার তাগিদ দেয় এবং তাঁদের হারিয়ে যাওয়া বস্তুকে সংরক্ষণ করার প্রতি উৎসাহিত করে।

একইভাবে আল্লাহর দ্বীনকে নুসরাত করা, মুসলিদের কালিমাকে বুলন্দিত করা এবং সীমালঙ্ঘনকারীদের থেকে তাঁদের ইজ্জত ও আব্রুর হেফাজত করার যে এক প্রতিভার বাস্তবরূপ তাঁদের জীবনে তাঁরা জাগ্রত করে গেছেন, তা আঁকড়ে রাখার প্রয়াস যোগায়, -বিইযনিল্লাহি তা'য়ালা-

সুতরাং হে কুফরের জাতিবর্গ, নিশ্চিত জেনে রাখো তোমরা, দাওলাতুল ইসলাম আল্লাহর হুকুমে টিকে থাকবে, তা টিকে থাকবে তোমাদের নাকের ডগায়, তা টিকে থাকবে যতই তোমাদের অস্ত্র ধারালো হোক, তা টিকে থাকবে তোমাদের বুকে খঞ্জরবিদ্ধ হয়ে, তা টিকে থাকবে এবং তোমাদের হৃদপিণ্ড কাঁপতে থাকবে, তা টিকে থাকবে তোমাদের গর্দানের ওপর ধারালো তলোয়ার হয়ে, তা টিকে থাকবে এবং তোমরাই এটা বারংবার জপতে থাকবে যেমনটা ইতিপূর্বে রাফেজী বন্দীরা তা জপেছিলো।

আর আমাদের জিহাদ আল্লাহর হুকুমে চলমান থাকবে, কেননা তোমাদের নিকট চলে এসেছেন উম্মাহর বর্তমান খলীফাহ শাইখ আবু ইবরাহিম আল-হাশেমী হাফিযাহুল্লাহ। দোয়া করি আল্লাহ যেন তাঁর হাতে তোমাদের কঠিন শাস্তির স্বাদ আস্বাদন করান। তিনি এবং গোটা দুনিয়াব্যাপি খিলাফাহর উলায়াতসমূহের মুজাহিদগণ এবং সমস্ত স্থানের মুসলিমরা জিহাদের এক

নতুন অধ্যায় শুরু করতে যাচ্ছে। শুনে রাখো তা হচ্ছে, ইহুদিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, মুসলিমদের অধিকারসমূহ মুসলিমদের কাছেই ফিরিয়ে দেয়ার এক লড়াই। আর এগুলো করা যাবে শুধুমাত্র হিদায়াতকারী কিতাব, নুসরতকারী তলোয়ার এবং বাইতুল মাকদিস বিজয়ের মাধ্যমেই। অবশেষে আমাদের ঝাণ্ডা সমর্পণ করে দেয়া হবে মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল মাহদী (খলিফা মাহদী)-এর নিকটে।

-বিইযনিল্লাহি তাঁয়ালা-

সুতরাং হে দুনিয়ার সর্বস্থানের, বিশেষ করে প্রিয় উলায়াত সিনাইয়ের ও বরকতময় শামের খিলাফার সৈনিকগণ! আপনাদের সম্মুখে রয়েছে ইয়াহুদীদের বাসস্থান ও হাটবাজারসমূহ, কাজেই সেগুলোকে আপনাদের অস্ত্র ও রাসয়নিক মিসাইল হামলার লক্ষ্যবস্তু বানিয়ে দিন। আর ফিলিস্তিনের এবং সকল স্থানের মুসলিমদেরকে বলছি, আপনারা ইয়াহুদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বর্শার শির হয়ে যান এবং তাদের সমস্ত কল্পনা-পরিকল্পনাকে ব্যর্থ করে দিন। তাদের সাথে লেনদেন বন্ধ করে দিন। আর মুরতাদ হামাস ও তাদের দালালদের এবং অন্যান্য ইরানের কুকুর ও তাদের গোলাম গ্রুপগুলোর প্রতি ভ্রূক্ষেপ করবেন না, যারা শুধু জানে নিছক কিছু শ্লোগান দিতে এবং নিন্দা জানাতে, অথচ রিদ্দাহ ও হীনতার অতল গহ্বরে তারা ডুবে থাকে......

যারা আহলুস সুন্নাহদেরকে ভিষণভাবে নির্যাতনকারী হালাক হয়ে যাওয়া মাজুসী নেতাদের জন্য রহমতের দোয়া করে, যেমনটি ইতিপূর্বে তারা মুরতাদ

রাফেজী, হালেক কাসেম সুলাইমানী'র ব্যাপারে করেছে। (আল্লাহ তাঁয়ালা তার ওপর লানত করুন এবং যারা তাকে সমর্থন করে ও মিত্ররূপে গ্রহণ করে তাদেরকেও)

আর আমি আপনাদের আহ্বান করছি, আপনারা খিলাফার সৈনিকদের সাথে যুক্ত হয়ে যান,

যাঁরা তাঁদের মাঝে এবং ইয়াহুদীদের মাঝে যুদ্ধে বাঁধা সৃষ্টিকারী সীমান্ত ভাঙ্গায় প্রচেষ্টারত আছেন....

আজ ক্রুসেডাররা তাদের যেসকল বাহিনী ও শক্তিসমূহ বনী ইসরাঈলদের জন্য দুর্গস্বরূপ বানিয়ে রেখেছে, খিলাফার সৈনিকগণ তা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিতে সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বিইযনিল্লাহ।

তাঁরা সর্বস্থানে তাঁদের ভাইদেরকে ইয়াহুদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করছেন, যাতে করে তাঁরা যেখানে তাদেরকে পাওয়া যাবে সেখানেই হত্যা করে তাদের উত্তরসূরীদের বিতাড়িত করতে পারেন এবং যাতে তাদের অন্তরে ভীতিসঞ্চার করতে পারেন। অবশেষে তাঁরা বাইতুল মাক্বদিসকে মহান আল্লাহর সাথে তাদের শিরক থেকে পবিত্র করবেন এবং সে ভূমিকে নতুন করে দারুল ইসলামে পরিণত করবেন। আর এটা আল্লাহর জন্য কঠিন কিছু নয়।

অতঃপর, হে আমেরিকার ত্বাগুতেরা! হে ক্রুশ পুজারীরা!! তোমরা যা খুশী তাই দাবি করতে থাকো, তবে দাওলাতুল ইসলামকে মিটিয়ে দেয়ার মিথ্যা

ধারণা করো না। আর আমি রোমের কুকুর ট্রাম্পকে বলব, তোমার পূর্বে দুই কুকুর ওবামা ও বুশ আমেরিকা শাসন করেছিল। তারা ইতিপূর্বে দাওলাতুল ইসলাম নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার ধারণা করেছিল, এমনকি একাধিকবার তারা সে ঘোষণাও করেছিল। তোমাদের কি লজ্জাবোধ নেই যে, ১৫ বছর যাবৎ তোমরা মুওয়াহহীদদেরকে নিঃশেষ করে দেয়ার ধারণা করে যাচ্ছো এবং প্রকাশ্যে তা ঘোষণা করে চলছো!!! দাওলাতুল ইসলামের সাথে ইতিপূর্বে তোমাদের যুদ্ধ তো ছিলো শুধু ইরাকের ভূমিতে সীমাবদ্ধ। কিন্তু এখন আল্লাহর অনুগ্রহে দাওলাহ সম্প্রসারিত হয়ে গেছে বিশ্বের পূর্ব থেকে পশ্চিমে ইরাকে, শামে, ইয়েমেনে, সিনাইয়ে, লিবিয়ায়, সোমালিয়ায়, খোরাসানে, পাকিস্তানে, হিন্দুস্তানে, কুক্কাজে, পশ্চিম ও মধ্য আফ্রিকায়, তিউনিশিয়ায় এবং আলজেরিয়ায়। তোমরা তো চক্রান্ত করো, আর আল্লাহ তাঁয়ালা চক্রান্তের জবাব দেন, আর আল্লাহ তাঁয়ালাই চক্রান্তের শ্রেষ্ঠ জবাবদাতা। তোমাদের আকলে কি নেই যে, আমাদের জিহাদ এবং অবিচলতা মহাপ্রজ্ঞাময় আল্লাহ তাঁয়ালার সান্নিধ্য লাভের জন্যই!!

হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে এক পলক পরিমানও নিজের ওপর ন্যাস্ত করে দিবেন না। আপনি আমাদের পরিচালনা করুন এবং আমাদেরকে বিজয় দান করুন। আমরা আমাদের সামর্থ্য এবং শক্তির পরিবর্তে আপনার অভিমুখী হলাম। ইয়া রাব্বাল আলামিন, আমরা তো আপনার ক্ষমতা ও শক্তিরই অভিমুখী হলাম।

আর যদি তোমাদের হিসাব এমন হয় যে, তোমরা যুদ্ধের পর যুদ্ধ করেই যাবে এবং মুজাহিদদের পরাজিত করবে, তাহলে জেনে রাখো, বিজয়

সুনিশ্চিতভাবেই আল্লাহর হাতে রয়েছে। আর এ থেকে তিনি মহাপবিত্র যে, তাঁর মুমিন বান্দাদের উপরে তোমাদেরকে বিজয়ী করবেন, বরং আল্লাহ তাঁয়ালা জিহাদের মাধ্যমে তাঁর বান্দাদের পরিক্ষা করেন, যাতে করে তিনি সত্যবাদীদেরকে বাছাই করে আনেন মিথ্যাবাদীদের থেকে।

এটা হচ্ছে মাখলুকের উপর মহান আল্লাহর একটি সুন্নাহ। আল্লাহ তাঁয়ালা বলেনঃ

{আর অবশ্যই আমি তোমাদেরকে পরিক্ষা করব কিছুটা ভয়, ক্ষুধা, সম্পদের সঙ্কট, প্রাণহানী এবং অনাহারের মাধ্যমে। আর ধৈর্য্যশীলদেরকে আপনি সুসংবাদ দিন।}

তিনি আরো বলেনঃ

{মানুষ কি ধারণা করে আছে যে তারা বলবে আমরা ঈমান এনেছি অথচ তাদেরকে তাদেরকে পরিক্ষা না করে তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে? অবশ্যই আমি তাদের পূর্ববর্তীদেরকে পরিক্ষা করেছিলাম। আর অবশ্যই আল্লাহ তাঁয়ালা জেনে নিবেন কারা সত্যবাদী এবং জেনে নিবেন কারা মিথ্যাবাদী।}

আল্লাহ তাঁয়ালা আরো বলেনঃ

{আর অবশ্যই আমি তোমাদেরকে পরিক্ষা করব, অবশেষে আমি তোমাদের মধ্য থেকে মুজাহিদেরকে এবং ধৈর্য্যশীলদেরকে জেনে নিব এবং তোমাদের অবস্থাকে যাচাই করব।}

সুতরাং হে রোমের পুঁচকে নির্বোধ ট্রাম্প!

তোমার কুকুর দিয়ে তুমি মিডিয়া জগতকে বিদীর্ণ করেছো, তুমি তো তোমার সৈনিকদের এবং তাদের অবদানের কথা স্পষ্ট উল্লেখ না করেই তার প্রশংশা করে চলছো, তাকে মর্যাদায় ভূষিত করছ। কেননা এই সৈনিকরা তো তোমাদের নিকট কুকুরের চেয়েও লাঞ্চিত। অতএব তাদেরকে হিসেবের মাঝেই ধরা হচ্ছে না। সুতরাং তোমরা তোমাদের ক্রোধেই জ্বলে পুড়ে মরো। কেননা দাওলাতুল ইসলামকে তোমাদের মিটিয়ে দেয়ার স্বপ্ন ও আশা নিছক দুরাশা ছাড়া কিছুই নয়। দাওলাহ নিশ্চিতরূপে রয়ে যাবে এবং কালো ঝান্ডাকে সুউচ্চে উত্তোলিত করে যাবে। কারন শেষ পরিণতি মুত্তাকীদের জন্য এবং অপদস্থতা ও ক্ষতিগ্রস্থতা কাফেরদের জন্য।

আল্লাহ তাঁয়ালা বলেনঃ

{সুতরাং তারা কি জমিনে পরিভ্রমন করে দেখে না যে, তাদের পূর্বে যারা অতিবাহিত হয়ে গেছে তাদের কেমন পরিণতি হয়েছিল? আল্লাহ তাঁয়ালা তাদেরকে একেবারেই ধ্বংস করে দিয়েছেন আর কাফেরদের জন্যও রয়েছে অনুরূপ শাস্তি। এটা এজন্য যে, আল্লাহ মুমিনদের অভিভাবক, আর কাফেরদের কোনোই অভিভাবক নেই।}

অতঃপর, হে সর্বস্থানের খিলাফার সিংহ ও ঝাণ্ডা বহনকারীরা! আমরা আমিরুল মু'মিনীন, খলিফাতুল মুসলিমীন, শায়খ মুজাহিদ, আবু ইবরাহীম আল হাশেমী আল কুরাইশী (হাফিজাহুল্লাহ)- এর নিকট আপনাদের বাইয়াত প্রদানের জন্য অভিবাদন জানাচ্ছি।

অতএব আপনারা জান্নাতের সন্ধানে আপনাদের এগিয়ে চলার প্রচেষ্টাকে আরো বৃদ্ধি করুন।

কেননা আমরা তো দুটি সৌভাগ্যের একটি লাভ করার জন্যই বেরিয়েছি। হয়ত শাহাদাহ, যার মাধ্যমে মাওলায়ে জালীল আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন। অথবা মহাবিজয়, যা মুসলিমদেরকে একত্রিত করবে এবং সুপথ দেখাবে।

আর আমরা খিলাফার মিডিয়াকর্মী আনসারদের বাইয়াত এবং মুসলিমদের আল-জামাআ'র সাথে তাদের জুড়ে থাকার অবদানে তাঁদেরকে অভিনন্দন জানাতেও ভুলে যাব না। যারা নিকৃষ্ট মোল্লা ও রটনাকারীদের (আল্লাহ তাঁয়ালা তাদেরকে লাঞ্চিত করুন) সমস্ত সংশয় ও অপবাদের উপযুক্ত জবাব প্রদান করেছেন।

তাই আল্লাহ তাঁয়ালা আমাদের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। আপনারা তো এমন কোনো সংশয় বাকি রাখেননি যার মোকাবেলা আপনারা করেননি। বাতিল পথভ্রষ্টদের মুখে আপনারা লাগাম পড়িয়ে দিয়েছেন, যারা দুই শায়খের মৃত্যুতে (আল্লাহ তাঁয়ালা তাঁদের দু'জনকে কবুল করুন) কুফফার মুলহিদদের সাথে আনন্দে মেতে উঠেছিল।

আর নিহত মহান দুই শায়খ আমিরুল মু'মিনীন, আবু বকর আল হুসাইনী আল কুরাইশী আল বাগদাদী এবং শায়খ আবুল হাসান আল মুহাজির (তাকাব্বালাহুমাল্লাহ)- এর প্রতিশোধের যুদ্ধের জন্য আমরা মোবারকবাদ জানাচ্ছি খিলাফাহর সৈনিকদের।

আর আমি আপনাদেরকে ওসিয়ত করব, আপনারা অপারেশনকে বহুগুণে বাড়িয়ে দিন, হামলার পর হামলা চালিয়ে যান এবং লক্ষ্যবস্তু নির্ধারণের পরিকল্পনা করতে থাকুন, স্থান চিহ্নিত করুন এবং সড়কে সড়কে বিস্ফোরক পুতে রাখুন, আপনাদের আইইডিগুলোকে বিস্ফোরিত করুন, স্নাইপারদেরকে ছড়িয়ে দিন, এবং কাফেরদের আনন্দকে মাতমে পরিণত করে দিন। প্রতিটি ঘাঁটিতে তাদের জন্য ওঁৎ পেতে বসে থাকুন। তাদেরকে অগ্নিশিখায় প্রজ্বলিত করুন, কঠিনভাবে আঘাত হেনে তাদেরকে বিদীর্ণ করে দিন, দুর্বিষহ করে দিন তাদের জীবন।

তাদের দিনগুলো অন্ধকারাচ্ছন্ন করে দিন, আর রাত্রিকে করে দিন চুড়ান্ত ধ্বংস।

ঘুমের মধ্যেই তাদের উপর অকস্মাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ুন। কেননা মুরতাদদের দ্বারা শাসিত জীবনের মাঝে কোনই কল্যাণ নেই। তাদেরকে অপমানিত করুন, হাজারো পথ দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে গাজওয়া ও অপারেশনের দরজা খুলে দিন। তাদের রক্ত ও কর্তিত মাথা দিয়ে মাওলায় কারীমের নৈকট্য লাভ করুন।

আর তাদের অন্তরকে ছারখার করে দিন, যেমনিভাবে তারা মুসলিমদের ভূমিগুলোকে পুড়িয়ে দিয়েছিল।

আর আমি আপনাদেরকে ওসিয়াত করছি, আপনারা ধৈর্য্যধারণ করুন, এই পথে অবিচল থাকুন এবং কষ্ট সহ্য করুন। বিশেষ করে উলায়াত খোরাসানের

ভাইদেরকে বলছি, ধৈর্য্যধারণ করুন, ধৈর্য্যে এগিয়ে থাকুন এবং প্রস্তুতি গ্রহণ করুন, আর আল্লাহকে ভয় করুন, যাতে করে আপনারা সফল হতে পারেন।

আর জেনে রাখুন, আপনারা যে পরিস্থিতি অতিক্রান্ত করে যাচ্ছেন, তা হচ্ছে মু'মিন বান্দাদের প্রতি আল্লাহ তাঁয়ালার একটি সুন্নাহ। তাঁর এ সুন্নাহ নবি ও রাসুলগণেরও প্রতি ছিল।

আল্লাহ তাঁয়ালা বলেনঃ

{তোমরা কি ধারণা করে আছো যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করে যাবে? অথচ তোমাদের পূর্ববর্তীদের নমুনা তোমাদের কাছে আসেনি। তাদেরকে গ্রাস করেছিল দুঃখ কষ্ট, দারিদ্র্য দুর্দশা আর তারা প্রকম্পিত হয়েছিল, এমনকি রাসুল ও তাঁর সাথীরা বলেছিল, কবে আল্লাহর সাহায্য আসবে? জেনে রাখ! নিশ্চয়ই আল্লাহর সাহায্য নিকটে।}

আর, হে পাথরপিষ্ট নোংরা রাফেজীরা! তোমরা কি ধারণা করে বসে আছ যে, তোমাদের ধারণানুযায়ী ইরাকে মুওয়াহহীদদের তথাকথিত পরাজয়ের পরে তোমাদের সাথে তাঁদের যুদ্ধ থেমে গেছে? তোমাদের আগামীতে রয়েছে এক দীর্ঘস্থায়ী কঠিনতম মুহূর্ত। গতকাল থেকে আমরা তোমাদেরকে যা বলে এসেছি, তার সত্যতার প্রতি তো তোমরা ইয়াক্বীন রেখেছ। যুদ্ধ তো এখন নতুন এক অধ্যায়ে প্রবেশ করতে যাচ্ছে আর মুওয়াহহীদগণ যে আযম করেন তা থেকে তাঁরা নিবৃত হন না বিইযনিল্লাহ। আর এ বিশ্বাস রাখো, তোমাদের

অস্ত্রগুলি, কামানগুলি এবং যে বিমানগুলি গতকাল তোমাদেরকে যুদ্ধ করার সাহস যুগিয়েছে, তা আজ আমাদেরই উপকারে আসবে বিইযনিল্লাহি তাঁয়ালা।

আমরা বলব না যে, আমরা তোমাদের শহরের উপকণ্ঠে অবস্থান করব, বরং বলব, আমরা তোমাদের ললাটের নিকটে অবস্থান করব। সুতরাং তোমরা তোমাদের গর্দান ছুঁয়ে দেখো! এমনকি ঘুমে যাবার পূর্বে তোমরা কাফন পরিধান করে নিও। তোমাদের কৃতকর্মের জন্য আর্তনাদ করতে থাকো এবং কথা বলার পূর্বে নিজের ভবিষ্যতকে বুঝে নাও।

এই হচ্ছে আজকের আমেরিকা, গতকাল যার বিমানের ছায়ায় থেকে তাদের সহায়তায় তোমরা যুদ্ধ করতে, আর আজ কিনা তারাই তোমাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছে এবং তোমাদের নাপাক নেতাদেরকে খতম করতে শুরু করেছে। তাহলে তোমরা কিই বা করতে পারলে!!

আল্লাহ তাঁয়ালা বলেনঃ

{তারা সমবেতভাবে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারেনা, তবে সংরক্ষিত জনপদে থেকে অথবা দেয়ালের পিছনে থেকে। নিজেদের মাঝে তাদের দ্বন্দ্ব ব্যাপক। আপনি তাদেরকে জোটবদ্ধ ধারণা করবেন, কিন্তু তাদের অন্তর শতধা বিভক্ত। এটা এজন্য যে, তারা এমন কওম যারা ভাবেনা। তাদের নিকট-অতীতে যারা অতিবাহিত হয়ে গেছে তারাও অনুরূপ ছিল, তারা তাদের কর্মের পরিণতি ভোগ করেছে আর তাদের জন্য রয়েছে কঠিণ শাস্তি।}

আর তোমাদের প্রতিক্রিয়া তো বাগদাদে ক্রুসেডার আমেরিকার দুতাবাসের কাঁচ ভাঙ্গা ছাড়া আর কিছুই ছিলনা। যেমনিভাবে হিযবুল লাত ইয়াহুদীদেরকে

কিছু ফাঁকা বক্তৃতা দিয়ে ক্ষান্ত ছিল। তোমরা কি ক্রুসেডার আমেরিকার সৈন্যদেরকে ইরাক থেকে বের করে দেয়ার সামর্থ্য রাখবে?!

তোমাদের মতো নির্বোধ হীন-গোলামদের জন্য কি তোমাদের মনিব ক্রুসেডার আমেরিকাকে বের করে দেয়া শোভা পায়?!! এটা তো তোমাদের কাম্য নয়, আর এটা করার সামর্থ্যও তোমাদের নেই। বরং এটা তো সূদৃঢ় পদযুগলের অধিকারীগণের কাজ, যাঁদের কর্ম তাঁদের কথাকে বাস্তবে পরিণত করে দেখায়। তাঁরা হলেন দাওলাতুল ইসলামের সৈনিকগণ। যাঁরা আল্লাহর অনুগ্রহে নিকট ইতিহাসেই আমেরিকাকে ইরাকের ভূমি থেকে লাঞ্ছিতাবস্থায় বেরিয়ে যেতে বাধ্য করেছিল। তাঁরা হচ্ছেন এমন পুরুষ, যাঁরা আহলুস সুন্নাহদের ভূমি থেকে আল্লাহর অনুগ্রহে তোমাদেরকেও ভীতসন্ত্রস্ত অবস্থায় বের করে দিয়েছিল। আর তোমাদের সাথে তো এখনো দীর্ঘ হিসাব রয়েই গেছে। মসুল যুদ্ধ, যে যুদ্ধ শেষ হবার পরে তোমরা ধারণা করে বসছিলে যে, মুওয়াহহীদদের পতন হয়ে গেছে, তার পর থেকে নিয়ে এ যাবৎ খিলাফার সৈনিকদের যতগুলো অপারেশন সঙ্ঘটিত হয়েছে, তা যে কেউই পরখ করবে সেই জানতে পারবে নিঃশেষকরণের যুদ্ধ থেকে আমরা কি করতে যাচ্ছি।

আমাদের উক্ত বার্তাটিই আমেরিকার কুকুর ও তাদের গোলাম নাস্তিক কুর্দীদের জন্য বর্ণনা করছি। ক্রুসেডাররা মুওয়াহহীদদের ভূমিতে বিমান হামলা করে ভূমিকে পুড়িয়ে দেয়া ছাড়া তো তোমরা এক বিঘতও সামনে এগুতে পারনি। বিমানগুলো তো আজ আমাদের সাথে তোমাদের যুদ্ধে হতাশ হয়ে গেছে। অতঃপর তোমরা বারংবার মুওয়াহহীদদের সম্মুখে পড়ার পরে ভীতসন্ত্রস্ত অবস্থায় আমেরিকার কাছে ভিক্ষা চাইতে লাগলে, যেন তারা

তোমাদের ছেড়ে চলে না যায়! অতএব তোমাদের কর্তব্য হল, তোমরা মুসলিমদের ভূমিগুলোতে যে ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছিলে, তার পরিণতির জন্য প্রস্তুতি নেওয়া।

বিইযনিল্লাহি তাঁয়ালা নুসাইরী অথবা কোয়ালিশনের কোলে ঠাই নেয়ার দ্বারা তোমাদের কোনই কাজে আসবে না, আর না কাজে আসবে অপরাধী রুশদের সাথে তোমাদের মিত্রতা। আল্লাহর কসম! আমরা মুসলিমদের হয়ে প্রতিশোধ নেয়াকে কখনোই ভুলে যাইনি আর কখনো ভুলে যাবোও না। আর তোমরা তোমাদের অঞ্চলগুলোতে যে অপারেশন এবং তোমাদের নেতা ও সদস্যদেরকে খতম করার যে দৃশ্যগুলি দেখেছ, তা তো কেবল প্লাবনের সামান্য পরিমান মাত্র। আর আসল হিসাব তো এখনো শুরুই হয়নি। সুতরাং তোমাদের আগামী দিনগুলোর পরিণতির জন্য তাড়াহুড়া করতে যেও না।

অতঃপর মুওয়াহহীদদের সাথে সম্পর্কিত তথ্য পাচার করার জন্য এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য মুরতাদ বিভিন্ন বাহিনী গণতান্ত্রিক দল ইত্যাদীর সাথে জড়িত থাকার রিদ্দাহ যাদের থেকে প্রমানিত হয়েছে তাদের প্রতি আমাদের বার্তা, তোমরা কি মনে করেছো যে, তোমাদের মন্দ কর্ম ও দালালীর কোন হিসাব হবে না!! নাকি তোমরা তোমাদের মাতলামী ও ভ্রষ্টতার পরেও পার পেয়ে যাবে! তোমাদের সামনে রয়েছে এক দীর্ঘ হিসাব। আর তোমরা তো এটা ভাল করেই জানো যে, খিলাফার সৈনিকগণ কোন কষ্ট-ক্লেশের কারণে নিস্তেজ হয়ে পড়ে না বিইযনিল্লাহি তাঁয়ালা।

তোমরা তো দেখি নিজেদের ছেড়ে অন্যের জীবণ নিয়েই ব্যস্ত। তোমাদের কি হল যে তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছ? আর কেনইবা আমাদের পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়াচ্ছো?!

সময় হাতছাড়া হয়ে যাবার পূর্বে তোমরা নিজেদেরকে বাঁচাও। কেননা ক্ষতিগ্রস্থ তো সে, যে অন্যের দুনিয়ার জন্য নিজের আখিরাতকে বিক্রি করে দেয়। পক্ষান্তরে সৌভাগ্যবান হচ্ছে সে, যে অন্যের কর্ম থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে, নিজের থেকে নয়। সুতরাং তাগুতদের সহায়তা করা থেকে সাবধান! রিদ্দার সকল দল ও গ্রুপগুলোর সমর্থন করা থেকে বেঁচে থাকো। তোমাদের কেউ যেন এটা ভেবে বিভ্রান্ত না হয় যে, তার থেকে আমরা বহু দূরে, কিংবা তার কৃতকর্মের খবর আমাদের নিকট পৌছাবে না।

জেনে রাখবে, তোমাদের নামের তালিকাগুলো তোমাদের ভূমিতে থাকা কল্যাণকামীদের পক্ষ হতে আমাদের নিকট পৌছে যায়, যারা তাঁদের দ্বীন ও আখেরাতের ব্যাপারে একাগ্র। সুতরাং প্রতিটি ক্ষনে মাথায় রাখবে যে, তোমরা মুওয়াহহীদদের গোপন নজরদারীতে রয়েছো।

অতএব কল্পনা ও মাতালতা থেকে বেরিয়ে আসো আর তোমাদের সন্তানদেরকে রিদ্দাহর পথ থেকে দূরে রাখো এবং তোমাদের রবের কাছে তাওবা করো।

আল্লাহ তাঁয়ালা বলেনঃ

{আর যে সীমালঙ্ঘন করে এবং দুনিয়ার জীবনকে অগ্রাধিকার দেয় তাহলে জাহান্নামই তার আবাসস্থল। পক্ষান্তরে যে তার রবের সামনে দণ্ডায়মান

হওয়াকে ভয় করে এবং নিজেকে প্রবৃত্তি থেকে বিরত রাখে, তাহলে জান্নাতই হচ্ছে তাঁর আশ্রয়স্থল।}

অতএব যে নিজের ব্যাপারে আল্লাহ তাঁয়ালাকে ভয় করবে এবং নিজ উদ্দেশ্যকে সংশোধন করবে এবং প্রবৃত্তিপূজা থেকে ফিরে আসবে, আর আমাদের সামনে তার নিয়ত ও কর্ম উত্তম করে প্রকাশ করবে, তাহলে সে আমাদেরকে তার ভাই হিসেবেই পাবে এবং আমাদের থেকে উত্তম আচরণই দেখতে পাবে। আর যে তার ভ্রষ্টতার উপর গোঁ ধরে থাকবে এবং মুসলিমদের কষ্ট দিবে, তাহলে আল্লাহর কসম, তার জন্য আমাদের কাছে রয়েছে নাঙা তলোয়ার। আর অবশ্যই অবশ্যই আমরা ওদের নাপাক রক্তের নহর বইয়ে দেব। তাই তোমরা তোমাদের কৃতকর্মের জন্য ক্রন্দন করো এবং তোমাদের মন্দ থেকে প্রত্যাবর্তন হও।

অতঃপর, তোমাদের মধ্য থেকে যারা মুরতাদ হয়ে গেছে, পরে মুওয়াহহীদদের হাতে তাওবা করেছে, অতঃপর তাঁদের সরে আসার পর আবার মুরতাদ হয়ে গেছে, তাহলে আমাদের পক্ষ হতে উপযুক্ত প্রতিদানস্বরূপ তাদের মাথা কাটা ছাড়া আর কোন প্রাপ্য নেই। তোমরা কি ভেবেছ তওবার কোন শর্ত নেই?! যখন যেভাবে ইচ্ছে হয় ভঙ্গ করবে আর রুজু করবে?!! কক্ষনো নয়! বরং তোমরা ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে গেছো।

আল্লাহ তাঁয়ালা বলেনঃ

{নিশ্চয়ই যারা ঈমান আনয়নের পরে কুফরি করেছে, অতঃপর কুফরকে বৃদ্ধি করেছে, তাহলে কিছুতেই তাদের তাওবা গ্রহণ করা হবে না। আর তারাই হচ্ছে পথভ্রষ্ট।}

আল্লাহ তাঁয়ালা আরো বলেনঃ

{নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে, অতঃপর কুফরি করেছে, অতঃপর আবার ঈমান এনেছে, তারপর কুফরি করেছে, এরপর কুফরকে বৃদ্ধি করেছে, তাহলে আল্লাহ তাঁয়ালা তাদেরকে ক্ষমাকারী নন এবং তাদেরকে পথপ্রদর্শনকারীও নন। মুনাফিকদের সুসংবাদ দিয়ে দিন যে, তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি।}

অতঃপর, বন্দী ও বন্দিনীদের প্রতি আমাদের বার্তাঃ

আল্লাহ তাঁয়ালা আপনাদেরকে অবিচল রাখুন। জেনে রাখবেন, আমরা আপনাদেরকে একদিনের জন্যও ভুলে যাইনি আর না আমরা আপনাদের থেকে উদাসীন হয়ে গেছি। আপনারা যে কষ্ট ও পরিক্ষার মুহূর্ত অতিবাহিত করে যাচ্ছেন তারপরও জেনে রাখুন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর বান্দাদের যাকে চান সহজ করে দেন। অতএব নিয়তকে নবায়ন করুন, অন্তরকে পরিশুদ্ধ করুন এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার শরণাপন্ন হোন।

আর জেনে রাখুন, আপনাদের ভাইয়েরা আপনাদেরকে বন্দীত্ব থেকে মুক্ত করার জন্য যারপরনাই চেষ্টারত আছেন। বিইযনিল্লাহি তাঁয়ালা এক্ষেত্রে

প্রচেষ্টার মাঝে তাঁরা কোনরকমই ঘাটতি দিবেনা। সুতরাং আপনারা ধৈর্য্যধারণ করুন। আর আল্লাহ তাঁয়ালার রহমত থেকে নিরাশ হওয়া থেকে সাবধান থাকুন। কেননা মু'মিনের প্রতিটা বিষয়ই তো কল্যাণকর।

রাসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ

[মু'মিনের বিষয়টি কতইনা আশ্চর্যজনক! মু'মিনের পুরো বিষয়টিই কল্যাণময় আর এটা মু'মিন ব্যতীত অন্য কারো জন্য হয়না। যদি সে সুখে থাকে তাহলে শুকরিয়া জ্ঞাপন করে, আর এটা তার জন্য কল্যাণকর হয়। আর যদি সে কষ্টের মাঝে থাকে তাহলে ধৈর্য্যধারণ করে, ফলে এটা তাঁর জন্য কল্যাণকর হয়।]

তাই আপনারা প্রতিদানের প্রত্যাশা করুন এবং পরিক্ষায় ধৈর্য্যধারণ করুন। কেননা পরিক্ষার পরেই আসে স্বস্তি ও সুখ বিইযনিল্লাহি তাঁয়ালা।

আপনাদের সময়গুলোকে মাওলায় কারীমের জিকির দ্বারা পূর্ণ করে দিন, দিন রাত অধিক পরিমানে ইস্তিগফার করতে থাকুন।

আর সর্বস্থানে মুসলিম জনসাধারণের প্রতি আমাদের বার্তাঃ

আপনারা আপনাদের দ্বীন ও আপনাদের ভাইদেরকে নুসরাত করা থেকে পিছিয়ে থাকবেন না। আর দাওলাতুল ইসলামের উলায়াতসমূহে হিজরতের চেষ্টা করতে থাকুন এবং তাদের সামরিক বিভাগে যোগদান করুন। আপনারা ময়দানের অধিবাসী হয়ে যান, পিছনে বসে থাকা অন্দরমহলের অধীবাসীদের

পরিত্যাগ করুন। আপনাদের নিকটবর্তী উলায়াতসমূহে যোগদান করুন, আর ইয়াক্বীন রাখুন শুভ পরিনাম মুত্তাকীদের জন্যই। বিইযনিল্লাহি তাঁয়ালা।

আর আপনারা আপনাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদে কঠোর হোন। আল্লাহ তাঁয়ালা বলেনঃ

{তোমাদের উপর ক্বিতাল ফরজ করা হয়েছে অথচ তা তোমাদের অপছন্দনীয়, এমন কতক বিষয় রয়েছে যা তোমরা অপছন্দ করো অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর এমন কতক বিষয় রয়েছে যা তোমরা পছন্দ করো কিন্তু তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। বস্তুত আল্লাহ তাঁয়ালা জানেন আর তোমরা জানো না।}

ইবনে আব্বাস (রাদিআল্লাহু) বলেনঃ

[যে কুরআনের অনুসরন করে আল্লাহ তাঁয়ালা তাকে নিশ্চয়তা দিয়েছেন যে, সে দুনিয়াতে পথভ্রষ্ট হবেনা আর আখিরাতেও হতভাগ্য হবেনা। অতঃপর তিনি আল্লাহ তায়ালার আয়াতটি পাঠ করলেনঃ {অতএব যে আমার হিদায়াতের অনুসরণ করবে, তাহলে সে পথভ্রষ্ট হবেনা আর হতভাগ্যও হবেনা।}]

আমরা আল্লাহ জাল্লা ওয়াআ'লার কাছে আপনাদের হিদায়াত ও তাওফীক কামনা করছি।

পরিশেষে ইসলামের সিংহ খিলাফার সৈনিকদেরকে ওসিয়ত করব, ক্ষমতা শক্তির দাপট থেকে আপনারা মুক্ত হোন। বেশি বেশি করে বলুন আল্লাহ তা'য়ালা ব্যতীত কোন শক্তি ও ক্ষমতা নেই। যে কোন কাজে অহমিকা করা থেকে বেঁচে থাকুন। আপনাদের যতই আসবাব থাকুক না কেন, প্রজ্ঞাময় মহাদানশীল আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত কোনই সাহায্য ও বিজয় নেই। বেশি করে নফল আমল ও আনুগত্য করুন। আল্লাহর নৈকট্য লাভ করুন এবং ইস্তেগফারকে জরুরী করে নিন। তাসবীহ তাহলীল ও তাকবির বেশী করে আদায় করুন এবং কুরআন পাঠ করুন, সাথে সাথে কুরআনের আয়াত ও অর্থ নিয়ে চিন্তা ফিকির করুন। আপনাদেরকে আরো ওসিয়ত করছি বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টিকারী কথা ও মন্তব্য থেকে দূরে থাকুন, বিচ্ছিন্নতা ও ইখতিলাফ থেকে বেঁচে থাকুন। আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাঁয়ালা বলেনঃ

{অতএব তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করো, আর পরস্পর ঝগড়া বিবাদ করোনা, তাহলে তোমরা দুর্বল হয়ে পড়বে এবং তোমাদের শক্তি চলে যাবে, আর তোমরা ধৈর্য্যধারণ করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁয়ালা ধৈর্য্যশীলদের সাথে আছেন।}

আপনারা অনর্থক কাজ থেকে বিরত থাকুন। আল্লাহ তাঁয়ালা বলেনঃ

{ঐ সকল মু'মিনগণ সফল হয়েছে, যাঁরা তাঁদের সালাতের মাঝে একাগ্র এবং যাঁরা অনর্থক কাজ থেকে বিমুখ।}

{হে আমাদের রব! আপনি আমাদেরকে পাকড়াও করবেন না, যদি আমরা ভুলে যাই অথবা ভুল করে ফেলি। হে আমাদের রব! আপনি আমাদের উপর কঠিন বোঝা চাপিয়ে দিয়েন না, যেমনিভাবে আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর চাপিয়েছেন। হে রব! আমাদের কাধে এমন কিছু চাপিয়ে দিয়েন না যার সামর্থ্য আমাদের নেই। আমাদেরকে ক্ষমা করুন, মাগফিরাত করুন এবং আমাদের উপর রহম করুন। আপনিই আমাদের রক্ষাকারী, অতএব কাফের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে বিজয়ী করুন।}

আল্লাহ তাঁয়ালা তাঁর কর্মে পূর্ণতাদানকারী, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই জানেনা।

সমস্ত প্রশংসা রাব্বুল আলামীন আল্লাহর জন্যই নিবেদিত।

আত-তামকীন মিডিয়া কর্তৃক অনূদিত ও সম্পাদিত